আফগানিস্তানে ভুল হামলায় প্রাণ গেল ৩০ কৃষকের

আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশে দেশটির নিরাপত্তাবাহিনীর ভুল হামলায় প্রাণ গেছে অন্তত ৩০ জন কৃষকের। মার্কিন নিরাপত্তাবাহিনীর সহায়তায় জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসের ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালাতে গিয়ে ভুল টার্গেটে একটি কৃষি খামারে আঘাত হানে আফগান নিরাপত্তা বাহিনী।

এতে ৩০ কৃষক নিহত ও আরো ৪০ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া জাবুল প্রদেশে জঙ্গিগোষ্ঠী তালেবানের পৃথক একটি আত্মঘাতী গাড়িবোমা হামলায় আরো ২০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এ নিয়ে একদিনে দেশটিতে পৃথক দুই হামলায় প্রাণ গেল ৫০ জনের।

দেশটির সরকারি তিন কর্মকর্তা বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, নানগারহার প্রদেশের খোগিয়ানি চেলার ওয়াজির ট্যাঙ্গির একটি কৃষি খামার ভুল টার্গেট হয়েছে। জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) গোপন আস্তানায় হামলা চালাতে গিয়ে ভুলেই কৃষিক্ষেত্রে হামলা হয়। এতে হতাহত হয়েছেন ৭০ জন।

নানগারহার প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সোহরাব কাদেরি বলেন, একটি পাইন বাদাম ক্ষেত্রে ড্রোন হামলায় ৩০ কৃষকের প্রাণহানি ও ৪০ জন আহত হয়েছেন। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই হামলার তথ্য নিশ্চিত করলেও হামলায় হতাহতের তথ্য জানাতে অস্বীকার করেছে।

প্রাদেশিক কর্মকর্তা আয়াতুল্লাহ খোগিয়ানি বলেন, এ ঘটনায় সরকার তদন্ত শুরু করেছে। পাইন বাদাম ক্ষেত্র থেকে এখন পর্যন্ত ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এই হামলার ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে মার্কিন নিরাপত্তাবাহিনীর কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। প্রতিদিন মনিটর

ওরা তৈরি করলো রোবট ‘মিয়া-১’

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থীর পর এবার কুমিল্লার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী রোবট তৈরি করেছে। তারা হচ্ছে কুমিল্লার ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী আশরাফুর রহমান মিনহাজ এবং তৃতীয় বর্ষের ২য় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী মাহমুদা আফরিন। টিম লিডার ছিলেন আশরাফুর রহমান মিনহাজ। তাদের মেন্টর ছিলেন ওই বিভাগের প্রভাষক মাসুম বকাউল। এটি বাংলাদেশের প্রথম ওপেনসোর্স হিউম্যানয়েড রোবট বলে দাবি করেন তারা। রোবটটির নাম দেয়া হয়েছে মিয়া-১।

মিনহাজ ও আফরিনের নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে এই নাম দেয়া হয়। মাত্র ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে রোবটটি তৈরি করে করে তারা। রোবটটি তৈরিতে সময় লেগেছে আড়াই মাস। সেটাকে পরিচালনার জন্য স্মার্টফোন ব্যবহার করে কমান্ড দিতে হয় না। রোবটটি ব্যবহারকারীর কথা শুনতে পারে এবং প্রতিউত্তর করতে পারে। কুমিল্লার ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদুয়ার বাজারের ক্যাম্পাসে রোবটটি উন্মুক্ত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. আবুল ফজল মীর। সভাপতিত্ব করেন ভিসি ড. তোফায়েল আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনসিসি ময়নামতি রেজিমেন্টর অধিনায়ক কর্নেল সালাউদ্দিন মুরাদ,নারী নেত্রী দিলনাশি মোহসেন ও রোকেয়ো বেগম শেফালী প্রমুখ।

টিম লিডার মিনহাজ বলেন, রোবটের বুকে ৭ ইঞ্চি টাচ্ স্ক্রিন এলসিডি মনিটর রয়েছে, যার মাধ্যমে একজন ইউজার সহজে রোবটটিকে কমান্ড করে তার কাছ থেকে তথ্য জেনে নিতে পারবে। রোবট মিয়া-১ মুখে কথা বলার পাশাপাশি তার এলসিডিতে সংশ্লিষ্ট ছবিও প্রদর্শন করবে। রোবটটির চোখে অত্যাধুনিক ক্যামেরা সংযুক্ত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে এটি দেখতে পারবে। এটি টিচিং এবং রিসিপশনের কাজ করতে পারবে। ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক মাসুম বকাউলের অনুপ্রেরণায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. তোফায়েল আহমেদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় তারা রোবটটি বানাতে পেরেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে বসেই তারা রোবট মিয়া-১ তৈরি করেছে। মিনহাজ আরো বলেন, আমরা রোবট মিয়া-১ কে ওপেন সোর্স করে দিয়েছে। অর্থাৎ রোবটটির প্রোগ্রাম, ডিজাইন, পার্টস লিস্ট ওয়েব সাইটে দেয়া আছে। আমরা প্রযুক্তিতে পিছিয়ে আছি। কারণ সবাই নিজেরর আবিষ্কারকে লুকিয়ে রাখি। কিন্তু আমরা ওপেন করে দিয়েছি।

আমাদের দেখে যেন অন্যরা আরো ভালো কিছু করে। বাংলাদেশকে যেন এগিয়ে নিয়ে যায়। ভবিষ্যতে আমরা আরো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিয়া-২ রোবট তৈরি করবো। মিনহাজ কুমিল্লা নগরীর শাকতলার হেফজুর রহমানের ছেলে। তিনি এসএসসি এবং এইচএসসি পাশ করেছেন কুমিল্লা শিক্ষবোর্ড মডেল কলেজ থেকে। ছোট থেকেই তিনি প্রযুক্তি বিষয়ক কাজ করছেন। তার ইউটিউব চ্যানেলে রয়েছে রোবটের বিভিন্ন কার্যক্রম। রোবট নিয়ে তিনি আরো ভালো কিছু করতে চান। স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন,শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে কুমিল্লাকে পথিকৃত বলা হয়। কুমিল্লার ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিতে ভূমিকা রেখে বাংলাদেশকে আরো এগিয়ে নেবে বলে আমার বিশ্বাস। উল্লেখ্য-এর আগে চলতি বছর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যলয়ের তিন শিক্ষার্থী ৩৭হাজার টাকায় একটি রোবট তৈরি করেছিলো।
প্রতিদিন ডেস্ক

হাসপাতাল ক্যাম্পাস যানবাহন মুক্ত রাখতে হবে (সম্পাদকীয়)

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ক্যাম্পাস যেন অটো ষ্ট্যান্ডে পরিণত হয়েছে। এর ফলে রোগীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের যাতায়াতে চরম বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। যে কোন উপায়ে হাসপাতাল ক্যাম্পাস এ ধরণের যানবাহন মুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক সহযোগীতা নিতে হবে।

হাসপাতাল প্রাঙ্গনকে অটোমুক্ত করতে সেখানে একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পও করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও তেমন কোন কাজে লাগছে না। পুলিশ সদস্যরা এর আগে অটো সরাতে উদ্যোগে গ্রহণ করলেও দলীয় নেতাকর্মীদের চাপে সে কাজটি করতে পারেনি বলে অভিযোগ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।

প্রায় ৭ লাখ মানুষের স্বাস্থ্য সেবার এ প্রতিষ্ঠানটিকে যানবাহন মুক্ত রাখতেই হবে। ইতিপূর্বে একজন জনপ্রতিনিধি জেলা প্রশাসকের